ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -০৫/০৯/২০১৭ ।।

সিপাহীজলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের উপজাতি ছাত্রাবাসের উদ্বোধন

বিশালগড়, ০৫ সেপ্টেম্বর ।। এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গতকাল সিপাহীজলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নব নির্মিত ৫০ আসন বিশিষ্ট দ্বিতল উপজাতি ছাত্রাবাসের উদ্বোধন হয়েছে। উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা এই ছাত্রাবাসের দ্বারোদঘাটন করেন। এটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

উদ্বোধকের ভাষণে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা বলেন, রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই শিক্ষার মান উন্নয়ন শুরু হয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা সম্প্রসারণে রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। শিক্ষার অগ্রগতির পাশাপাশি মানব সম্পদের বিকাশেও জোর দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়ই পাকা বাড়ি গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন, শুধু মাত্র ডিগ্রি অর্জনই নয়, ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মন্ত্রী বলেন, আগে উপজাতিদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ কম ছিল। এখন শিক্ষার প্রতি ঝোঁক বেড়েছে। রাজ্যে সরকারী ও বেসরকারী সহ ৭০টি হোস্টেলে থেকে ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। জাতি-উপজাতি সহ সব অংশের ছেলে-মেয়েরা যত বেশী শিক্ষিত হবে তত বেশী এ রাজ্য সমৃদ্ধ হবে। এ লক্ষ্যে রাজ্য সরকার সব অংশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রধান অতিথির ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা বলেন, মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রধান হাতিয়ার হল শিক্ষা। মানুষ যদি শিক্ষিত না হয় তবে চেতনার বিকাশ হয়না। তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে শুধু শ্রম আর পুঁজি দিয়ে উৎপাদন সম্ভব নয় যদি দক্ষতা না থাকে। দক্ষতা না থাকলে সে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে পারবেনা। মন্ত্রী শ্রীসাহা আরও বলেন, জাতি-উপজাতি সম্প্রীতি হল রাজ্যের উন্নয়নের প্রধান শর্ত। এখনও এই সম্প্রীতিকে ভাঙ্গার চক্রান্ত চলছে। সকল অংশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় রাজ্যের উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি দৃঢ় আশা ব্যক্ত করেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন মহকুমা শাসক নান্টু রঞ্জন দাস। সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক কেশব দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সত্যবান কর, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল এইচ ডার্লং, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জয়িতা দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

চড়িলাম ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব ৭ সেপ্টেম্বর

বিশালগড়, ০৫ সেপ্টেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং চড়িলাম ব্লকের যৌথ উদ্যোগে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর বেলা ১২ টায় ব্রজপুর নাট মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে চড়িলাম ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন ব্রজপুর রামকৃষ্ণ শক্তিপীঠের মহারাজ স্বামী দেবেশানন্দ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরউদ্দিন আহমেদ। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে থাকবেন বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ দেববর্মা, এম ডি সি মায়া রাণী দেববর্মা, চড়িলাম ব্লকের বি ডি ও শান্তনু বিকাশ দাস। সভাপতিত্ব করবেন পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান পুষ্প রাণী সিংহ।

ধর্মনগরে লোক সংস্কৃতি উৎসবে ব্যাপক সাড়া

ধর্মনগর, ৫ সেপ্টেম্বর ।। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গতকাল ধর্মনগর পুর পরিষদ ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ধর্মনগর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, উৎসব মানেই আনন্দ। লোক সংস্কৃতি উৎসব মানুষের কাছে আনন্দের উৎসব। এই উৎসবের উদ্দেশ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে পুনরুজীবিত করতে রাজ্য ব্যাপী এই উৎসব সংগঠিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে লোক সংস্কৃতি উৎসবের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা দেবাশিস নাথ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ধর্মনগর পুর পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি প্রমোদ মালাকার, পুর পরিষদের সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি উমা মিত্র চক্রবর্তী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কানাইলাল দত্ত। লোক সংস্কৃতি উৎসবে ধর্মনগর পুর পরিষদ এলাকার ৮টি ওয়ার্ডের ৬২ জন শিল্পী লোক সঙ্গীত ও লোক নৃত্য এবং মৃদঙ্গ বাদনে অংশ নেয়।

স্বচ্ছ ভারত মিশন: প্রবন্ধ ও ফিল্ম প্রতিযোগিতা

আমবাসা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্মসূচি সম্পর্কে জন সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ধলাই জেলার প্রতিটি ব্লকে প্রবন্ধ ও ফিল্ম প্রতিযোগিতা করার লক্ষ্যে গতকাল ধলাই জেলা শাসক কার্যালয়ের সভাগৃহে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাসক বিকাশ সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় অতিরিক্ত জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ধলাই জেলার ৮টি ব্লকে প্রবন্ধ ও ফিল্ম প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। প্রবন্ধের বিষয় (২৫০ শব্দের মধ্যে) স্বচ্ছ ভারতের জন্য আমি কি করতে পারি? ফিল্মের বিষয়- (২-৩ মিনিটের) ভারতকে স্বচ্ছ বানাতে আমার যোগদান। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা সবার জন্য উন্মুক্ত (হাতের লেখা/ টাইপ কপি)। ফিল্ম প্রতিযোগিতা ক- বিভাগ: ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এবং খ- বিভাগ: ১৮ বছর বয়সের বেশি উভয় ক্ষেত্রেই সিডি করে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, ভারত সরকারের পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি মন্ত্রকের উদ্যোগে দেশব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।

শ্যামলছায়া জলরং ছবি প্রদর্শনীর উদ্বোধন

আগরতলা, ০৪ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী স্বপন নন্দীর শ্যামলছায়া জলরং ছবি প্রদর্শনী আজ থেকে সিটি সেন্টারের আর্ট গ্যালারীতে শুরু হয়েছে । আজ সন্ধ্যায় সাতদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । মোট ২৬টি ছবি রয়েছে এই প্রদর্শনীতে । প্রদর্শনীর বিষয় বস্তু প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যের অনুসঙ্গ গাছকে নিয়ে । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা । উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার শিল্পী স্বপন নন্দীর এই ছবি প্রদর্শনীকে সাহসী উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন । শিল্পীর এই উদ্যোগ আগামী দিনেও অব্যাহত রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করে তিনি শিশুদের সাথে নিয়ে এই জাতীয় ছবি প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানান । তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা বলেন, মনের সুস্থতা, চিন্তার সুস্থতা চিরস্থায়ী করতে শিল্পীরা কাজ করে যান । বর্তমানে দেশে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা চলছে । এ সবের বিরুদ্ধে শিল্পীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে । স্বাগত ভাষণ রাখেন শিল্পী স্বপন নন্দী । মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা সহ বিশিষ্ট জনেরা অনুষ্ঠান শেষে আর্ট গ্যালারীতে ছবি ঘুরে দেখেন । প্রদর্শনী প্রতিদিন সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে ।

সিপাহীজলা জেলায় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রস্তুতি

বিশ্রামগঞ্জ, ০৪ সেপ্টেম্বর ।। ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সিপাহীজলা জেলা সাক্ষরতা কমিটির উদ্যোগে নানা কর্মসূচীর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে । আজ এই বিষয়ে সিপাহীজলা জেলাশাসক কার্য্যালয়ের সভাগৃহে একসভা অনুষ্ঠিত হয় । জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখর উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিভিন্ন ব্লক, নগরপঞ্চায়েত ও পুর-পরিষদের চেয়ারম্যান, চেয়ারপার্সন, অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ ও আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন । সভায় সিদ্ধান্ত হয় আগামী ৮ সেপ্টেম্বর জেলার সব ব্লক, পুর-পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটি পালন করা হবে । জেলা ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি হবে বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হলে। এ দিনটি উদযাপন উপলক্ষ্যে এইদিন র‍্যালী, রোড শো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে ।

৮ সেপ্টেম্বর সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক মনসামঙ্গল প্রতিযোগিতা

বিশ্রামগঞ্জ, ৪ সেপ্টেম্বর ।। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর মেলাঘরের রাজঘাটস্থিত মুক্তমঞ্চে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক মনসামঙ্গল ও পুঁথি পাঁচালী পাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি এবং মেলাঘর পুর পরিষদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত নীরমহল জল উৎসব-২০১৭ উপলক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । সিপাহীজলা জেলার সব কয়টি ব্লক, নগরপঞ্চায়েত ও পুর-পরিষদ থেকে ১১টি দল এই মনসামঙ্গল ও পুঁথি পাঁচালী পাঠ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে । ৮ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টা থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

পশ্চিম জেলা ভিত্তিক বালক বিভাগের ফুটবল প্রতিযোগিতা

জিরানীয়া, ৪ সেপ্টেম্বর ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে পশ্চিম নোয়াবাদী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে আজ পশ্চিম জেলা ভিত্তিক বালক বিভাগের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর এই ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে বলেন, ফুটবল একটি সুন্দর ও আনন্দদায়ক খেলা । এই খেলার মধ্য দিয়ে শরীর চর্চার পাশাপাশি মানসিক বিকাশও ঘটে । এ সব খেলা প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্য নতুন বলিষ্ঠ প্রতিভাবান খেলোয়াড় খুঁজে বের করা । তারা যাতে রাজ্যের বাইরে গিয়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে রাজ্যের সুনাম বজায় রাখতে পারেন। তিনি বলেন, খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য খেলার মাঠগুলিও উন্নয়ন করা হচ্ছে । বিশেষ করে উপজাতি এলাকার মাঠগুলিকে ফুটবল খেলার উপযোগী করে তোলা হচ্ছে । ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জয় দাস । তিনি খেলোয়াড়দের এই ক্রীড়া চর্চায় আরো বেশী করে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নীহার রঞ্জন শূর। স্বাগত ভাষণ দেন পশ্চিম জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকর্তা মৃণালকান্তি দাস । ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম নোয়াবাদী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কোহিনূর বেগম এবং উপপ্রধান অধীর দত্ত । সদর, জিরানীয়া ও মোহনপুর মহকুমার তিনটি ফুটবল দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে ।

তুলাশিখরে রক্তদান শিবর

খোয়াই, ৪ সেপ্টেম্বর ।। খোয়াই জেলা সাক্ষরতা সমিতির উদ্যোগে ও তুলাশিখর ব্লক সাক্ষরতা সমিতির ব্যবস্থাপনায় আজ তুলাশিখর ব্লকের বি এ সি হলে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় । প্রদীপ জ্বালিয়ে শিবিরের উদ্বোধন করেন এম ডি সি গুরুপদ দেববর্মা । অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী দেববর্মা বলেন, রক্তদান জীবন দান । ত্রিপুরা রাজ্য রক্তদানে দেশের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে । মানুষের জীবন বাঁচানোর এই মহৎ কাজে এগিয়ে আসতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা: ধনঞ্জয় রিয়াং, বি ডি ও রিংকু রিয়াং প্রমুখ । শিবিরে ২১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

পুরাতন আগরতলা ব্লকে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরীতে সহায়তা

জিরানীয়া, ০৪ সেপ্টেম্বর ।। পুরাতন আগরতলা ব্লকের উদ্যোগে চলতি অর্থ বছরে ব্লক এলাকার ১০০টি কৃষক পরিবারকে কম্পোস্ট পীট তৈরী করে দেওয়া হয়েছে । এই কর্মসূচিতে প্রতিটি কম্পোস্ট পীট তৈরীতে ২৪ হাজার ৮০০ টাকা করে ২৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে । সম্প্রতি কৃষি দপ্তর ও পুরাতন আগরতলা ব্লকের যৌথ উদ্যোগে এই সুবিধাভোগী কৃষকদেরকে তিনটি সেক্টারে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে ।

যুবরাজনগর ব্লক ভিত্তিক লোকসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ৪ সেপ্টেম্বর ।। আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং যুবরাজনগর ব্লকের যৌথ উদ্যোগে চিন্তালোহার সদন কমিউনিটি হলে যুবরাজনগর ব্লক ভিত্তিক লোকসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । উদ্বোধক ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি স্বপন কুমার নাথ । সভাপতিত্ব করেন যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সমীরণ দাস । এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদ সদস্য রাখাল চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অনন্ত দাস, বিধান পাল এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা দেবাশিষ নাথ প্রমুখ । স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুবরাজনগর ব্লকের বি ডি ও পরিতোষ বিশ্বাস । ৩২টি দলের শিল্পীরা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন ।

জনসংখ্যা ভিত্তিক অসংক্রামক রোগ নিরীক্ষণ কর্মসূচীর সূচনা

বিলোনীয়া, ৪ সেপ্টেম্বর ।। জনসংখ্যা ভিত্তিক অসংক্রামক রোগ নিরীক্ষণ এর রাজ্য ভিত্তিক কর্মসূচীর আজ সূচনা করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাদল চৌধুরী । দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুভ্রা মিত্র । অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক বাসুদেব মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায় সহ বিশিষ্ট জনেরা । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জগদীশ নম: । আজ একই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার স্বাস্থ্য কার্যালয়ের ওয়েবসাইট এবং বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালের পঞ্চকর্মা চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। রাজ্য ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করে স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন, সকলের জন্য স্বাস্থ্য এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য কর্মীগণ বাড়ী বাড়ী গিয়ে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, মুখগহ্বর ক্যান্সার, মহিলাদের স্তন, জরায়ুর ক্যান্সার ইত্যাদি রোগের নিরীক্ষণ করবেন, যাতে করে এই সব অসংক্রামক রোগের কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায়। স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকারের প্রয়াস জারী থাকবে ।

গছিরাম পাড়ায় রাজ্যভিত্তিক হজাগিরি উৎসবের প্রস্তুতি

কাঞ্চনপুর, ০৪ সেপ্টেম্বর,১৭ ।। বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগামী ৭-৮ অক্টোবর রাজ্য ভিত্তিক হজাগিরি উৎসব কাঞ্চনপুর মহকুমার গছিরাম পাড়া হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। পি টি জি দপ্তর ও ব্রু সোসিও অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য এই উৎসবকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সম্প্রতি কাঞ্চনপুর ডাক বাংলোতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পি টি জি মন্ত্রী মনীন্দ্র রিয়াং এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিধায়ক রাজেন্দ্র রিয়াং, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক সরবিন্দু চৌধুরী, পি টি জি দপ্তরের অধিকর্তা মিনা রায় সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই উৎসবকে সর্বাঙ্গীন ভাবে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভা থেকে জেলাশাসককে চেয়ারম্যান ও কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসককে আহ্বায়ক করে একটি মূল কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়াও সভা থেকে বিভিন্ন সাব কমিটি গঠন করা হয় ।

ত্রিপুরায় শিশুদের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ০৪ সেপ্টেম্বর,১৭ ।। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার রাজ্যে ধ্রুপদী তথা উচ্চাঙ্গ সংগীত ও নৃত্যের প্রসারে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ক্লাসিক সাংস্কৃতিক সংস্থাকে একযোগে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, এতে যেমন এই সংস্কৃতির পূর্ণতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, তেমনি নতুন নতুন শিল্পীর প্রতিভা প্রস্ফুটিত হবে । মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার গতকাল মুক্তধারা হলে প্রয়াত ভায়োলিন বাদক ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিকের স্মরণে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী উচ্চাঙ্গ সংগীত আসরের সমাপ্তি সন্ধ্যায় প্রধাণ অতিথির ভাষণে এই পরামর্শ দেন । ক্লাসিক সাংস্কৃতিক সংস্থা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । সহায়তায় ছিল ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় । মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, উচ্চাঙ্গ সংগীত এক সাধনার বিষয়। ত্রিপুরায় গত কয়েক বছর হলো উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি ছোট-ছোট শিশুদের আগ্রহ বাড়ছে । একে আরো বিকশিত করতে হবে। জেলা ও মহকুমা স্তরে বিন্যস্ত করতে হবে ।

বিশেষ অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্ত্তী বলেন, সংগীতাচার্য ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক ছিলেন কালজয়ী শিল্পী। কালজয়ী শিল্পীদের সৃষ্টি বহমান থাকে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী তাপসী দত্ত ও প্রয়াত ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিকের পত্নী অসীমা ভৌমিক। সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী তাপসী দত্তের হাতে সংগীতাচার্য ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক স্মৃতি সম্মান তুলে দেন। দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে রাজ্য ও বহি:রাজ্যের বহু শিল্পী ধ্রুপদী নৃত্য, সংগীত, কুচিপুড়ি নৃত্য, তবলা, হারমোনিয়াম, সেতার ও ভায়োলিন বাদনে অংশ নেন।

করবুকের ৬টি পাড়ায় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান

করবুক, ০৪ সেপ্টেম্বর ।। করবুক ব্লক এলাকার ৬টি পাড়ায় সম্প্রতি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় । করবুক কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরগুলিতে ২৩৮ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। এরমধ্যে ৯৩ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয় । সংশ্লিষ্ট হেলথ সেন্টারের আধিকারিক এ তথ্য জানিয়েছেন ।

খগেন্দ্ররোয়াজা পাড়া স্কুলে প্রশাসনিক শিবির ১৪ সেপ্টেম্বর

আমবাসা, ০৪ সেপ্টেম্বর ।। আমবাসা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং আমবাসা ব্লকের ব্যবস্থাপনায় আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর গুরুধন পাড়া এ ডি সি ভিলেজের খগেন্দ্র রোয়াজা পাড়া জে বি স্কুলে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে প্রশাসন থেকে আবেদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে । এছাড়াও থাকবে স্বাস্থ্য শিবিরের ব্যবস্থা। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে এই শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য মহকুমা প্রশাসন থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

খোয়াই জেলা ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব সম্পন্ন

খোয়াই, ০৩ সেপ্টেম্বর ।। বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ খোয়াই টাউন হলে খোয়াই জেলা ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । এই উৎসবের উদ্বোধন করে বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত লোক সংস্কৃতি উৎসবের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতি, ঐক্য, সংহতি সুদৃঢ় করতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক পদ্মকুমার দেববর্মা নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিকশিত করার মধ্য দিয়ে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সকলকে এগিয়ে আসার সাথে সাথে শান্তি সম্প্রীতি ও একতাকে পাথেয় করে রাজ্যের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ শুক্ল দাস, খোয়াই পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন কানন দত্ত প্রমুখ । এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকার । জেলা ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসবে খোয়াই জেলার ৬টি ব্লক ও ২টি পুর পরিষদ এলাকা থেকে ২৮৭ জন শিল্পীগণ অংশ গ্রহণ করেন । উৎসবে উপজাতি লোকনৃত্য, মনসামঙ্গল, লোকসংগীত, ধামাইল, মণিপুরী নৃত্য, হজাগিরি, সমবেত লোকসংগীত, গড়িয়া, মামিতা ইত্যাদি পরিবেশিত হয় । স্বাগত ভাষণ দেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রিপন চাকমা ।

বক্সনগরে ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব সম্পন্ন

সোনামুড়া, ২ সেপ্টেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি মতিনগর কমিউনিটি হলে বক্সনগর ব্লক ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান জেসমিন আক্তার বলেন, আমাদের গ্রাম বাংলার অনেক লোক সংস্কৃতি যখন প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে তখন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এই ধরণের লোক সংস্কৃতি উৎসব আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এরমধ্যে দিয়ে আমাদের রাজ্যের লোক সংস্কৃতি আরো সমৃদ্ধ হবে । অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্য সামসুল হক, এ ডি সির মোহনভোগ সাব জোনালের চেয়ারম্যান মধুসূদন দেববর্মা, বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শোভা মিঞা এবং এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রিয়তম রুদ্রপাল প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মোহন মিঞা । স্বাগত ভাষণ রাখেন বক্সনগর ব্লকের বি ডি ও অমর্ত্য বর্মণ । অনুষ্ঠানে বক্সনগর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ থেকে ৯৫ জন লোক শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন । শিল্পীরা লোক সঙ্গীত, লোক নৃত্য, মুর্শিদি, দোতারা বাদন, বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন ।

আগামী ৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিম জেলা ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

জিরানীয়া, ২ সেপ্টেম্বর ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিম নোয়াবাদী আমতলী স্কুল মাঠে আয়োজিত হবে অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বয়সের বালক বিভাগের পশ্চিম জেলা ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা । ঐ দিন সকাল ১০ টায় এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর । প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা স্বাস্থ্য কমিটির সভাপতি সঞ্জয় দাস । পশ্চিম জেলার তিনটি মহকুমা থেকে তিনটি ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে ।

এদিকে ৩ সেপ্টেম্বর বেলবাড়ী গোবিন্দ স্মৃতি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হবে বেলবাড়ী ব্লক ভিত্তিক ইয়ুথ সেমিনার । সেমিনারের উদ্বোধন করবেন এ ডি সি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা । প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন এম ডি সি সুকুমার দেববর্মা । সেমিনারে ব্লক এলাকার যুবক যুবতিদের সামনে আলোচিত হবে পণপ্রথা, দুর্যোগ মোকাবিলা, গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে।

ধলাই জেলা ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব সম্পন্ন

আমবাসা, ২ সেপ্টেম্বর ।। বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ ধলাই জেলা ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব আমবাসা টাউনহলে অনুষ্ঠিত হয় । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং ধলাই জিলা পরিষদের সহযোগিতায় আয়োজিত জেলা ভিত্তিক এই উৎসবের সূচনা করেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল চন্দ্র দাস ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ললিত কুমার দেববর্মা । বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি পংকজ চক্রবর্তী, আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন তপতী ভট্টাচার্য্য প্রমুখ । সভাপতিত্ব করেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক । উদ্বোধকের ভাষণে সভাধিপতি পরিমল চন্দ্র দাস এই ধরণের সাংস্কৃতিক উৎসব রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ঐক্য ও সংহতিকে আরো সুদৃঢ় করে তুলবে বলে আশা ব্যক্ত করেন । তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সারা বর্ষ ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বিকশিত করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে । বিধায়ক ললিত কুমার দেববর্মা বলেন, রাজ্য সরকার জাতি-উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে আরো বিকশিত করে তোলার কর্মসূচিতে কাজ করছে ।

এই লোক সংস্কৃতি উৎসবে জেলার অন্তর্গত কমলপুর, আমবাসা, লংতরাইভ্যালি ও গন্ডাছড়া মহকুমা এবং আমবাসা পুর পরিষদ, কমলপুর নগর পঞ্চায়েত এবং জেলার অন্তর্গত ৭টি ব্লক এলাকা থেকে শিল্পীগণ অংশ গ্রহণ করেন । উৎসবে গড়িয়া, বিজু, লেবাংবুমানি, মনিপুরী, মনসামঙ্গল, লোক সংগীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন এস আই ও অজয় দে ।